JUN. 06 2002 JUN. 07 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তক দুর্নীতিতে জড়িত ৮ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনো কার্যকর হয়নি

সচিবের ভূমিকায় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশও উপেক্ষিত

শামীমা বিনতে রহমান : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিবাজ ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গত ১ মাসেও কার্যকর হয়নি। চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও কর্তব্যের চরম অবহেলার দায়ে গত ৬ মে দোষী সাব্যস্ত ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্বশীল একটি সূত্র মতে, শিক্ষা সচিব শহিদুল আলমের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে ব্যবহার করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ওই ৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

এক মাসেও কেন ৮ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না— এ প্রশ্ন নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবীর আহমেদ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে নানা অজুহাতে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এ প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রতিমন্ত্রী ভোরের কাগজকে বলেন, এনসিটিবি (পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) এতোই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে যেখানে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশও কার্যকর হয় না। তিনি বলেন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গত বছরের ডিসেম্বরেই তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতো; কিন্তু চলতি শিক্ষা বর্ষের বই প্রকাশকে নির্বিঘ্ন করার জন্য তখন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ মে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে ১৭টি ভুয়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি বা পিজি ও কাগজের জামানত হিসেবে দুটি ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক দুর্নীতিতে জড়িত ৮ জনের বিরুদ্ধে

● শেষের পাতার পর

ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমাদানের বিষয়ে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নুরুল হক খান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শান্তি গোবিন্দ নন্দী, সহকারী উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আব্দুস সোবহান, ঊর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, সেকশন অফিসার আব্দুর রহমান, উচ্চমান সহকারী মোঃ আমির হোসেন, অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক শাহ আলম ভুঁইয়া এবং অফিস সহকারী মোঃ আবুল কালামের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। এই মর্মে একটি নির্দেশপত্র, যার নম্বর শিম/শাঃ ১০/অডি (এনসিটিবি)-২/২০০০/১৫২, বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভুয়া পিজি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি দেখিয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকার কাগজ উত্তোলন করে বোর্ড থেকে। বিষয়টি তখনই ব্যাপক হইচই ফেলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪টির বিরুদ্ধে মামলা এবং তাদের কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিযুক্তও করা হয়নি। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (কারিকুলাম) এস এম হায়দারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি তদন্ত কমিটি উল্লিখিত ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত ও ৮ কর্মকর্তা চিহ্নিত হলেও এবং পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অন্যতম কারণ হলো 'ব্যাক ক্রিন ফোর্স' হিসেবে সচিব শহিদুল আলমের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

সূত্র মতে, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে কাজ করছেন ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা-সদস্য (অর্থ) হাসান আলী যিনি দীর্ঘদিন সচিব শহিদুল আলমের বন্ধু পরিচিতিতে বোর্ডে বদলি, পদোন্নতিতে ভূমিকা রাখছেন। এর ফলাফল হিসেবে তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ওই ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করেন।

বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তার মতে, 'দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে এখন সরাসরিই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারই কথা। কিন্তু শোকজ নোটিশের মাধ্যমে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া মানে ব্যবস্থা গ্রহণকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, অতীতেও যেমনটি ঘটেছিল।'